Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 362 - 368
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অনিতা অগ্নিহোত্রীর শিশু-কিশোর সাহিত্য : বৈচিত্র্য ভাবনার বিবিধ অভিমুখ

আনন্দ সাইনি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : anandasaini2@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
juvenile literature, Anita Agnihotri, wacky humor, moral principles, and artistic vision.

Abstract
Since ancient times, children and adolescents have been entertained with rhymes, stories, and fables in all countries. There were delightful presentations of tales about ghosts, fables, rhymes, rakshas-khokshas, kings-queens, and fairy tales. Juvenile literature has become more popular these days since it is written in a literary style. Put another way, juvenile literature is created in a way that is appropriate for the mental and cognitive development of young readers. Still, it is advancing in response to the needs of subject novelty and stylistic diversity. Children's literature is therefore a well-known product in the modern literary genre.

First, when discussing juvenile literature, is it necessary to determine whether juvenile literature and children's literature are distinct genres or one and the same? Opinions among literary critics differ on this point. Rabindranath Tagore coined the term "children's literature" in the beginning. In his 1894 essay 'Meyeli Chara', Rabindranath Tagore made reference to the situation of children. Later, in the introduction to his book "Khukumanir Chara" published in 1899, Ramendrasundar Trivedi referred to rhyme literature as children's literature.

Heartful joy is One unique feature of children's literature is Dan. Children and teenagers' minds are nourished by reading literature for enjoyment. The selection is entirely focused on entertainment, whether it is through a clever presentation or a whimsical sense of humor. Books that they like to read will draw in children and teenagers. which promotes their mental growth. juvenile literature is especially important for fostering values and awareness about the nation, society, and environment. juvenile literature also helps children and teenagers develop their sense of beauty and aesthetics.

Popular author of Bengali juvenile literature in the twenty-first century is Anita Agnihotri. In his capacity as a writer, he has assumed

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

responsibility not only for the nation's people and society, but also for a great deal of the nation's youth. The nation's future lies with its children. As a result, literature has a unique influence on how the human mind develops and evolves. Anita Agnihotri has purposefully continued to be an enthusiast for juvenile literature.

Discussion

'সাহিত্য' শব্দবন্ধটির বাংলা অভিধানগত ব্যাপক অর্থ হল—

> "সহিতের ভাব, মিলন, যোগ (কবির ও সহৃদয় কাব্যপাঠকের সাহিত্য, শব্দ ও অর্থের সাহিত্য)।"[১]

অর্থাৎ সাহিত্য লেখকের সঙ্গে পাঠকের এক আত্মিক মিলন। তাই দেশ কাল নির্বিশেষে এই পাঠক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে কেউ হতে পারে। মানব জীবন বিকাশের সুস্পষ্ট চারটি স্তরের কথা মনোবিদগণ স্বীকার করেছেন। যার প্রথম স্তরটি হল শৈশব। যা পরবর্তীতে উন্নিত হয় কৈশোর স্তরে। পাঠক যখন সুনির্দিষ্ট একটি বয়ঃসীমা স্তরে আবদ্ধ থাকে তখন তাদের আস্বাদ্য একপ্রকার সাহিত্য প্রকরণের নাম দেওয়া হয়েছে শিশু-কিশোর সাহিত্য। বলাই বাহুল্য বর্তমান বিশ্বে শিশু-কিশোর সাহিত্য একটি জনপ্রিয় শিল্প।

প্রাচীন কাল থেকে সব দেশে সব কালে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য ছড়া, গল্প, রূপকথা ও উপকথার মৌখিক ধারাটি প্রচলিত ছিল। সেখানে রাক্ষস-খোক্ষস, রাজা-রানী, ভূত-প্রেত, ছড়া, উপকথা ও রূপকথা বিষয়ক গল্পগুলি মুখরোচকভাবে পরিবেশন করা হত। বর্তমানে এগুলি সাহিত্যগুণ সমন্বিত লিখিতরূপ পাবার সাথে সাথে শিশু-কিশোর সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অন্যভাবে বলা যায় শিশু-কিশোরদের মন ও মনন গঠনের উপযোগী যে সাহিত্য রচিত হয় তাই শিশু-কিশোর সাহিত্য। অবশ্য বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্রে তা ক্রমশ অভিনবত্বের দাবী রেখে এগিয়ে চলেছে। তাই বর্তমান যুগের সাহিত্য ধারায় শিশু কিশোর সাহিত্য এক বিশিষ্ট ফসল।

শিশু-কিশোর সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন শিশু সাহিত্য ও কিশোর সাহিত্য ভিন্ন নাকি অভিন্ন সাহিত্য সংরূপ? এ বিষয়ে সাহিত্য সমালোচকদের মতদ্বৈধ রয়েছে। 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

> "ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য; তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে।"[২]

পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৮৯৯ সালে 'খুকুমণির ছড়া' সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় ছড়া সাহিত্যকে শিশুসাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন—

> "...বিশেষতঃ বাঙালীর শিশুসাহিত্য বা ছড়াসাহিত্য, যাহা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যুগ ব্যাপিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কখন লিপিশিল্পের যোগ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, সেই সাহিত্য সর্বতোভাবে অতুলনীয়।"[৩]

আমরা জানি মানব জীবন পর্যায়ের পাঁচ-ছয় বছর থেকে আট বছর বয়স কাল শৈশব অবস্থা। পরবর্তী আট-নয় বছর বয়স থেকে প্রায় ষোল-সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত কৈশর কাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রথমিক ভাবে ছোটদের জন্য নির্মিত রচনাকেই শিশুসাহিত্য বলতে চেয়েছেন। যদিও প্রকৃত অর্থে সেখানে শিশু বলতে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণি বা স্তরকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বোঝাতে চেয়েছেন তা সুস্পষ্ট নয়। পরবর্তীকালে বাণী বসু, আশা গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রা দেব প্রমুখ সাহিত্যিক শিশু সাহিত্যের পরিধি কিশোর স্তর পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। শৈশবকালে শিশুরা মজার ছড়া ও গল্প পাঠ বা শোনার মধ্যদিয়ে সাহিত্য রস আস্বাদন করে থাকে। আর কৈশরকালে মানসিক দিক থেকে তারা পরিণত হতে থাকে। তাদের কল্পনাশক্তি, চিন্তা ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। তাই বয়সসীমা অনুযায়ী শিশু ও কিশোরের সাহিত্য রস আস্বাদনের চাহিদা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে। আবার একথাও ঠিক সাহিত্য তখন সীমাবদ্ধ হয়ে উঠে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে শিশু সাহিত্য কী শুধুমাত্র শিশুদের জন্যই নির্মিত? কিমবা কিশোর সাহিত্য কী শুধুমাত্র কিশোর পাঠ্য? তাই আধুনিককালে পাঠ নিরিখে শিশু-কিশোরের সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা উচিত নয়। কারণ একজন শিশু তার মনের আনন্দে যে কোনো ধরণের কিশোর সাহিত্য পাঠ করতে পারে আবার একজন কিশোর তার ইচ্ছানুযায়ী সবশ্রেণির সাহিত্যের পাঠক হতে পারে। তাই সিদ্ধান্তবাক্যে বলা যায় শিশু কিশোরদের জন্য নির্মিত সাহিত্যই শিশু-কিশোর সাহিত্য। অর্থাৎ যা পাঠ করে শিশু ও কিশোর মন আনন্দ বা জাগতিক শিক্ষা ও মানসিক পুষ্টি অর্জন করে তাই শিশু-কিশোর সাহিত্য।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের বৈশিষ্ট সমূহ –

১. সহজ সরল রচনা শৈলী শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট। প্রাঞ্জল ভাষায় শিশু-কিশোরদের বোধগম্য সুলভ শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনার প্রয়াস করেন।

২. আকর্ষণীয় বিষয়ের উপস্থাপন শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট। সহজ সরল আঙ্গিকরীতির পাশাপাশি তাই শিশু-কিশোরদের মনোপযোগি উপাদানের সমাহার এই শ্রেণির সাহিত্যে লক্ষ করা যায়।

৩. শিশু-কিশোর সাহিত্যে জীবনবোধ সংগুপ্ত থাকে। শিশু-কিশোর আগামী বিশ্বের নাগরিক। তাই শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিষয়গত দিক তাদের জীবনবোধের সহায়ক হয়।

৪. নির্মল আনন্দ দান শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিশেষ লক্ষনীয় দিক। সাহিত্য পাঠের মধ্যে বিনোদন শিশু-কিশোর মনকে পুষ্টি দেয়। কৌতুকপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপন বা উদ্ভট হাস্যরস এই সবকিছুর নির্বাচনের লক্ষ থাকে বিনোদন। যা পড়ে শিশু-কিশোর আনন্দ পায় সেই সাহিত্যে তাদের মন আকৃষ্ট হয়। যা তাদের মানসিক বিকাশে সহায়ক হয়।

৫. সমাজ, পরিবেশ ও দেশ সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি ও মূল্যবোধ তৈরিতে শিশু-কিশোর সাহিত্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া শিশু-কিশোরদের সুরুচি ও নান্দনিক দৃষ্টিতে শিশু-কিশোর সাহিত্য সহায়ক হয়।

৬. শিশু-কিশোর সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন— ছোটদের আবেগ-বালোবাসা, ইচ্চা-অনিচ্ছা, রাগ-ক্রোধ প্রভৃতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

৭. নীতিশিক্ষা শিশু-কিশোর সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। প্রকৃত অর্থে অনেক শিশু-কিশোর সাহিত্যে যে বার্তা থাকে তা তাদের নীতিবোধ গড়ে তোলে।

বিংশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকে সাম্প্রতিককাল অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর কাল পরিসরে বাংলা শিশু-কিশোর একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক হলেন অনিতা অগ্নিহোত্রী। লেখক হিসাবে দেশ-কালের সমাজ-মানুষের প্রতি যেমন দায়বদ্ধ থেকেছেন, তেমনি এক বৃহৎ পরিসরে শিশু কিশোরদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল থেকেছেন। শিশু-কিশোর হল দেশ বা জাতির ভবিষ্যৎ। তাই মানবমনের শিশু গাছটির বিকাশ বিবর্তনে সাহিত্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অনিতা অগ্নিহোত্রী সচেতনভাবে শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনায় ব্রতী থেকেছেন। তিনি শিশু-সাহিত্য রচনার প্রেক্ষিতটি বলতে গিয়ে আত্মকথাধর্মী প্রবন্ধ 'আমার কথা' অংশে বলেছেন—

> "সমবয়সীদের জন্য লিখতে লিখতেই ছোটদের জন্য লেখা তৈরি হয়েছে। গোড়াপত্তন 'সন্দেশে'ই পরে 'আনন্দমেলা' 'টগবগে' লিখেছি, গণশক্তি; কিশোরভারতী, বর্তমান এ সুজয় সোম সন্দীপ রায়ের 'নতুন' সন্দেশ পত্রিকায়। ছোট্ট অনুষ্টুভ ও সৃষ্টিকে গল্প শোনাতে গিয়ে কত গল্প যে ঘুমপাড়ানি গানের ছায়া পার হয়ে বড়ো সড়ো গল্প বা কিশোর উপন্যাসে মিশে গেছে।"[8]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্পষ্টতই অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্যগুলিতে কোনো ভেদরেখা রাখেননি। আমিও তাঁর শিশু-কিশোর শ্রেণির সাহিত্যগুলি স্বতন্ত্র শাখায় বিভেদ করতে চাইছি না। অনিতা অগ্নিহোত্রীর এই শিশু-কিশোর শ্রেণির রচনাগুলি শিশু-কিশোর উভয়ের জন্য কীভাবে সমান আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে তা নিম্নে আলোচ্য—

রজনী বাবুর দোকান : অনিতা অগ্নিহোত্রী রচিত 'রজনী বাবুর দোকান' গল্পটি 'সন্দেশ' পত্রিকার সাধারণ বিভাগে প্রকাশিত প্রথম গল্প। গল্পটি লেখকের ১৭ বছর বয়সের লেখা। গল্পটির ছবি এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। কাঁচা বয়সের লেখা হলেও গল্প মধ্যে রজনী বাবুর চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা পটুত্তের ছাপ রেখেছেন। অনিতা অগ্নিহোত্রী জানিয়েছেন—

"রজনীবাবুর সঙ্গে আমার ভালোরকমই চেনা ছিল।"[৫]

গল্পে রজনী বাবুর শখের পরিবর্তন ও দোকানের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে সুন্দরভাবে। রজনী বাবুর ছিল স্টেশনারি দোকান পরে তা হয় ঘড়ির দোকান। আবার উপন্যাস লেখার সখ ছেড়ে দিয়ে রজনী বাবু হয়ে পড়েন ব্যবসায়ী মানসিকতার সেও এক রহস্য। রজনী বাবুর কাজকর্ম যেন কেমন কেমন। তাই নবকুমার বলে—

"রজনী বাবুর মাথায় ঠিক আছে।"[৬]

তার স্টেশনারি দোকান নামেই দোকান সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে তার শখ রোমাঞ্চ সিরিজের বই পড়া ও লেখা। রজনী বাবুর মামাও তার মতই অর্ধেক পাগল। তবে মামার ছেলেমেয়ে নেই, রজনী তার একমাত্র ভাগ্নে। মামা পঞ্চাশ হাজারে সম্পত্তির মালিক। কৌশলে অবশ্য রজনী বাবুর ভাগ্যের শিকে ছিড়ে। মামার সব সম্পত্তি রজনী বাবু পান। রজনী বাবু আর বই পড়েন না, তিনি ব্যবসায় মগ্ন। তার চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্তন সত্যিই চমক লাগাই বৈকি!

ভূতের মানুষজন্ম : গল্পটি ভৌতিক প্রকৃতির। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্রে আছে একটি ভূত। তবে সুদক্ষ লেখক ভূতেদের জগতের সাথে বাস্তব জগতের একটা যোগসূত্র স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। সাহেবভূত স্ত্রী বুধনি পেতনির সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছে। কারণ বুধনি ফুলকপির ডালনায় পেঁয়াজ দিয়ে ফেলেছে। আসলে সাহেবভূত নিরামিষভোজী। অন্যদিকে বুধনি আমিষভোজী। সাহেব অনেক কষ্টে তাই ফুলকপি জোগাড় করে।

সাহেব ভূত আবার সত্যিকারের সাহেব নয়। মানুষ অবস্থায় তার নাম ছিল সাহেব মুণ্ডা। মরে গিয়ে হয়েছে সাহেব ভূত। বাঘডিহি গ্রামে তার বাড়ি ছিল। চাষাবাদ করে তার দিন চলত। সাতবছর আগে সে মারা যায়। এখন সাত গড়িয়ার সব চাইতে বুড়ো তেঁতুল গাছটিতে তার ও স্ত্রী বুধনির বাসা। বুধনিও বেশ কয়েক বছর আগে মারা যায়। সাহেব ভূত হওয়ার ঠিক পরে পরেই হন্যে হয়ে যখন ভালোমতন একটা গাছ খঁজছে তখনই পুকুরে স্ত্রী বুধনির সঙ্গে তার দেখা হয়। তারপর এই তেঁতুল গাছটি তার আস্তানা হয়। সেখানে আর একজন ইংরেজ ভূত বাস করে। নাম জোসেফ স্পেণ্ডার। সে পয়সা জমাতে থাকে। প্লেনের ভাড়া হলেই বিলেত চলে যাবে। ভূতেরা এক ভূত জন্মের টাকা অন্য ভূত জন্মে নিয়ে যেতে পারে।

ভূতেদের ঝগড়া এই গল্পে অদ্ভুত হাস্যরস ফুটিয়ে তোলে। সাহেব ভূত ও বুধনির প্রায়ই ঝগড়া লেগে থাকে। সাহেব ভূত খুব কিপটে, যা বুধনির পছন্দ নয়। এভাবেই গল্পে ভূতের ক্রিয়া কলাপে হাস্যরস তুলে ধরেছেন।

আকিমের বড় হওয়া : অনিতা অগ্নিহোত্রী প্রতি রাতে নিজ ছেলে মেয়েকে গল্প শোনাতে শোনাতে বিবিধ গল্প নির্মান করেছেন। আকিমের বড়ো হওয়া গল্পে আকিমের অনুসন্ধিৎসা– দাদার বইয়ে জন্তু জানোয়ারের ছবি, ভারতবর্ষের ম্যাপ দেখে উৎসুক হওয়া, শহরে গিয়ে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা যেন ছোট্ট অপুর মতই। আকিমের বাবা নাই। তারা দু-ভাই এক বোন। আকিমের দাদা বুয়াম সাধপুরের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। সে হোস্টেলে থাকে। বুয়াম বুদ্ধিমান ছাত্র। তাই হোস্টেলে ফ্রিতে থাকা খাওয়া পায়। দাদার সঙ্গে আকিম ও পাঠশালায় বসে। আকিমও চায় বড়ো হতে। শহরে এক দম্পতির আকিমকে দেখে পছন্দ হয়। তারা তাকে শহরে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু আকিমের মা আকিমকে ছাড়তে রাজি নয়। ধীরে ধীরে আকিম বড়ো হতে থাকে স্বপ্ন দেখতে থাকে।

আকিম ও পরিকন্যে : গল্পটিতে জলের নীচের জগত ও জীবন সেইসঙ্গে পরী কন্যার বৃত্তান্ত সম্পর্কে আমরা অবগত হই। জল-জীবন ও স্থল-জীবনের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক। গহীন নদীর জলের নীচে যে মস্ত প্রথিবী ঘাসু বোয়াল মাছ সেখানের বাসিন্দা। নদীর তীরে আরাসু গাঁয়ের শামলা ছেলে আকিমের সঙ্গে তার মিতালি হয়। জল দেবতার বরে জলের সব শব্দ শুনতে পায় ঘাসু বোয়াল। সে বন্ধু আকিমের জন্য তার তলপেটের রামধনু রঙা একটি হস্ত আঁশ রেখে যায়। আকিম সেই আঁশ নিয়ে আসে। আকিমের আর এক বন্ধু ঝাবরু হাতি। সে জানায় ঘাসু বোয়াল আকিমের জন্য ছোট্ট মেয়ের হাতের বালা রেখে গেছে। ঘাটে গিয়ে আকিম দেখে ঝিনুকের শুক্তির ভেতরে ছোট্ট এক মেয়ের সুন্দর মুখচ্ছবি। মাছরাঙা পাখি আকিমের পায়ের কাছে একটি কাগজ রাখে। কাগজে লেখা–

> "আমাকে বাঁচাও। ডাইনি আগুন জ্বালছে। শাপলা।"[৭]

এই শাপলা আসলে বন পরীর কন্যা। সে জিরাত ডাইনির হাতে বন্দিনী। নদীর শালুক পাতার ওপর শাপলা ছিল। জিরাং তাকে নদীর জলের নীচে নিয়ে যায়। আসলে দুষ্ট নায়েবের কুবুদ্ধিতে চাষীরা জঙ্গলে ঝুমচাষ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে বনপরী পলায়ন করে আকাশে। শুরু হয় গাঁয়ের বিপদ। নদী শুকিয়ে যায়। তখন পরীকন্যে পড়ে থাকে ঘাটে। হালুম গুহায় পরী বন্দিনী হয়। ঘাসু বোয়াল খুঁজে বার করেছে ডাইনীর আস্থানা। বাদাই কুমিরের পিঠে চড়ে আকিম আর বিশাই পরী কন্যা উদ্ধারে নেমে পড়ে। গল্পে আছে—

> "জলের তলায় কত আলো, যেন দিনের মতো পরিস্কার। এমন এক আশ্চর্য পৃথিবী এর আগে কোথাও দেখেনি ওরা দুজন।"[৮]

বাদাই ঘাসু ভয়ানক লড়াই করে জিরাং ডাইনি বুড়িকে পেতলের হাঁড়িতে ভরে ঢাকনা এঁটে দেয়। আকিম পরীকন্যা শাপলাকে উদ্ধার করে। বনপরী মেয়েকে নিয়ে যায়। আকিম পরীকন্যার চোখের জলে ভরা ঝিনুকটি নিজের কাছে রেখে দেয়। আর পরীকন্যাকে আসার আমন্ত্রণ জানায়।

আকিম ও দ্বীপের মানুষ : অনিতা অগ্নিহোত্রী আকিম চরিত্রের স্রষ্ঠা। শৈশবের বিভিন্ন ঘটে যাওয়া ঘটনা ভিড় করে আছে তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্যে। আকিম পিতৃহীন। তাই দরিদ্র সংসারে তার মা উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন। আকিমের ঘুম ভাঙার আগেই মাকে বিছানা ছেড়ে বেরোতে হয় কাজে। মাকে ঘর ও বাইরের কাজ দুই-ই দেখতে হয়। আকিম উঠোনে দাঁড়ালে দেখতে পায় এক খোঁড়া কাক কি যেন খুঁজে ফেরে। আকিমের দাদা বুয়াম বলে—

> "গতজন্মে হয়তো ও মানুষ ছিল। আংটি কিংবা গলার হার কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছিল।"[৯]

তা পাওয়ার জন্যই এই খোঁজা। শিশুমনে এমনি সব ভাবনা ও কল্পনা ভিড় করে আসে এদের।

মা কাজে বেরিয়ে গেলে দাদা বুয়াম আকিম ও বোনকে চোখে চোখে রাখে। কারণ আকিম দুরন্ত। তার মনে হয়েছে পৃথিবী সত্যিই বৈচিত্র্যে ভরা। আকিমের মাকে অনেক কাজ করতে হয়। ধান রোয়ার কাজে কাদা জলের মধ্যে কোমর বাঁকিয়ে সাত ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। গল্পে আকিমদের পাইকডিহা যাওয়ার বর্ণনা আছে। পাইকডিহা ছোট্ট একখানি স্টেশন। সেখানে পাহাড়ের মাথায় আছে বিশল্যকরণীর জঙ্গল। তারই মধ্যে ছয়শো বছরের পুরানো মন্দির। মন্দিরে আছে নরসিংহ নাথের মূর্তি। আকিমের বোনের চুল দেওয়া হবে সেখানে। আকিমের মা ও সৈরিদিদি পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে হাজির হয়। বুয়ামের হাতে আছে আকিমের বোনের চুলগুলো। আকিমের বোন সুবাসী। হটাৎ সেই গর্ভ গৃহের অন্ধকারে আকিমের বোনকে পাওয়া না গেলে তারা পাইকডিহা থানায় ডায়েরি করে। গনেশ বোস কেসটা হাতে নেয়। থানা থেকে আকিম জানতে পারে ছোট্ট বাচ্চাদের নিয়ে সেই অঞ্চলে ইদানিং ব্যবসা শুরু হয়েছে। পরে আকিমের জন্যই ও বুদ্ধিমত্তায় চোর ধরা পড়ে। আকিমের কেবলই মনে হয়-

> "মানুষের মধ্যে কতরকম লোভ, ঘোরপ্যাঁচ, শয়তানি।"[১০]

সুবাসীর অন্তর্ধানের পাশাপাশি নরসিংহ নাথের মূর্তি চুরি গেছে। পুলিশ বুঝতে পারে এটা একটা কৌশল ছিল। পুলিশ অফিসার গনেশ বোস সঙ্গে নেন দুজন সেপাই আর আকিমকে। ছোট্ট আকিমের উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস, অফিসারকে মোহিত করে। বড়ো পুরুতের কাছে গনেশ বোস মূর্তির ব্যাপারে সমস্ত খোঁজ খবর নেন। এবার অফিসার সহ আকিম

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 362 - 368
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বারিংপোতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। বারিংপোতা কতকগুলো প্রায় জনহীন দ্বীপের সমাহার। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা বাঁধ থেকে মাছ ধরা। আকিম জেলেদের দুঃখ দুর্দশার চিত্রটি সম্যক উপলব্ধি করে। আবার সেখানে জলবিদ্যুতের জন্য বাঁধ তৈরি হওয়ায় ঘরছাড়া দ্বীপবাসীদের প্রতি তার মমত্ব জেগে উঠে। গনেশ বোস জানিয়েছে জেলেদের জীবন যাত্রা বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে অধিবাসীদের সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে গবেষণা করবেন চৈতন্য হন্তালোর।

এই গল্পে আস্তে আস্তে মূর্তি চুরির রহস্য উন্মোচিত হয়েছে জিতেন ঘড়াইয়ের মাধ্যমে। এই অঞ্চলে তার সর্বত্র চোরাকারবারের জাল ছড়ানো আছে। সে খেটে খাওয়া মানুষদের দাদন দিয়ে রাখে। কালোবাজারির কারবারিতেও ওস্তাদ। গনেশ বোস যখন গুদামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন জিতেন ঘড়াইকে চোরাকারবারির জন্য গ্রেফতার করা হয়। আসলে ঘড়াইবাবু সহদেবকে কিডন্যাপ করান। কারণ সহদেবই মূর্তিটি চুরি করেছিল এবং ওর বাড়ির পিছনের ছাইগাদায় পুঁতে রেখেছিল। সেই মূর্তি গনেশ বোস ও তার টিম উদ্ধার করে। এবার দ্বীপের মানুষদের কাছে বিদায় নেওয়ার পালা। আকিম প্রাইজ স্বরূপ পেয়েছে পুলিশ সুপার সাহেবের কাছে পাঁচশো টাকা।

সমগ্র গল্পটি জুড়ে আছে ছোট্ট আকিমের চাতুরী, বুদ্ধিমত্তা, সাহসি মানসিকতা ও বড় হওয়ার বাসনা। সেই সঙ্গে আছে দারোগা বাবু গনেশ বোসের চোরকে পরাস্ত করার কৌশল। সব মিলিয়ে গোয়েন্দা গল্পের জগতে গল্পটি অন্যমাত্রা দান করে।

আকিম নিরুদ্দেশ : উনিশ বছর আগে এক দোল পূর্ণিমার বিকেলে ফাগুয়া হারিয়ে যায়। আবার দোলের দিনেই সে ফিরে আসে - এই নিয়েই গল্পের বুনন। ফাগুয়ার বাবা ধনুয়া আর মা ইছামতী। দোলের দিন বিকাল বেলায় দিয়াশুনির মাঠে মেলা বসে। মেলার মাঠে একটি দীপও জ্বলে না বলে এমন নামকরণ। মেলা দেখতে গিয়েই বাবা ও মায়ের উপর রাগ করে এক হাতে পোঁটলা আর অন্যহাতে হলুদ রঙের গ্যাস বেলুন নিয়ে ফাগুয়া নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আর ফেরে না। বাবা ও মায়ের আসার আশায় দিন গুনে। ফাগুয়ার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর প্রতি বছর ধনুয়া ও ইছামতী মেলায় যায়। কিন্তু এ বছর ধনুয়ার জ্বর হওয়ায় মেলায় যাওয়া হয় নি। বিকেলে মেলা থেকে ফিরে এসে চুনি মণ্ডল জানায়—

"মা, আমাকে চিনতে পারছিস না, আমি ফাগুয়া।"[১১]

মা তখন ছেলেকে নানা প্রশ্নবানে বিদ্ধ করে ও প্রমান চায়। ফাগুয়ার এক বোন ছিল নাম আন্নাকালী। তার গত বছর বিয়ে হয়েছে।

ফাগুয়া নিরুদ্দেশ হয়েছিল কারণ মেলায় সে চাকাগাড়ি কেনার বায়না ধরেছিল। দাম ত্রিশ টাকা। কিন্তু বাবা-মা তাকে তা কিনে দেয়নি। ফাগুয়া তাই ভিন গাঁয়ের একজনের সাথে নিরুদ্দেশ হয়। পরে এক স্কুল মাস্টারের বাড়িতে আশ্রয় পায়। স্কুলমাস্টার তাকে কলেজে পড়িয়েছে। বহুদিন পর নিরুদ্দেশ ছেলেকে খুঁযে পেয়ে মায়ের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে। অনিতা অগ্নিহোত্রীর শিশু-কিশোর সাহিত্যের যে প্রবণতাগুলি লক্ষ করা যায় তা তুলে ধরছি-

অনিতা অগ্নিহোত্রী 'ছোটোদের গল্পসমগ্র' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে তাঁর অনেকগুলি গল্প ঘুমপাড়ানি প্রকৃতির। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাঁর ছেলে-মেয়ে অনুষ্টুভ ও সৃষ্টিকে ঘুমপাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রতিদিন বানিয়ে বানিয়ে কিছু গল্প বলতেন। সেগুলিই পরবর্তীকালে লিখিত রূপ পায় ও বৈশিষ্ট্যের নিরিখে শিশু কিশোর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই শ্রেণির গল্পের মূল উদ্দেশ্য একদিকে যেমন কল্পনার বিকাশ ঘটানো তেমনি অন্যদিকে বাস্তবতার সাথে শিশুদের পরিচয় ঘটানো। যেমন 'রজনীবাবুর দোকান' গল্পে রজনীবাবুর কাল্পনিক খামখেয়ালি পনার সাথে শিশু কিশোর পাঠকের পরিচয় ঘটে। তেমনি 'ছাতা' গল্পে রূঢ় বাস্তবতার সাথে পরিচিত হয় আমাদের শিশু কিশোর সমাজ। বঙ্কিমবাবুর দান করা একটি ছাতা শম্ভুর বাড়ির উনুনের উপর বৃষ্টি নিবারণের সহায়ক হয়েছে। শিশু-কিশোরদের এইভাবে বাস্তব সচেতনতার পাঠ দিয়েছেন লেখক।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর শিশু কিশোর শ্রেণির অনেক গল্পের বিষয় আশয় হয়ে উঠেছে পশু-পাখি। 'জলের মানুষ' গল্পে কেন্দ্রিয় চরিত্র কুমির। 'ফেরা' গল্পে উট। এই শ্রেণির অন্যান্য গল্পগুলি হল- 'জলের মানুষ', 'ফেরা', 'তাবিজ মণ্ডলের সিংবাংহ'। অবশ্য অনিতা অগ্নিহোত্রী প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠা পশু-পাখিদের বিপন্ন অবস্থার রূপটি শিশু কিশোরদের

চেতনায় আনতে চেয়েছেন। আদিম মানুষের পশু হত্যার উল্লাসকে শিশু কিশোরের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘৃণ্য ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর অনেক গল্প প্রকৃতি কেন্দ্রিক; শিশু কিশোর মনের উপযোগী। তাঁর শিশু কিশোর সাহিত্যে শিশুমন কল্পনার ডানায় ভর করে বার বার প্রকৃতিলব্ধ মোহ মায়ায় আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া সৃষ্টির কাল থেকে প্রকৃতি ও শিশু মনের সরলতার একটি যোগ আছে। কারণ উক্ত দুই স্থল আমাদের নিবিড় শান্তির বাসভূমি। অনিতা অগ্নিহোত্রীর এইরকম প্রকৃতি কেন্দ্রিক শিশু কিশোর মনোপযোগী গল্পগুলি হল- 'আকিম ও পরিকন্যে'।

অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর বেশ কিছু 'শিশু কিশোর' সাহিত্যে উদ্ভট হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। অনিতা অগ্নিহোত্রীর অনেক গল্পে উদ্ভট পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূত চরিত্রের আমদানি ঘটেছে। ভৌতিক পরিমণ্ডলের এই গল্পগুলির কেন্দ্রিয় চরিত্রে আছে ভূত। এই শ্রেণির গল্পগুলি হল— 'ভূতের মানুষজন্ম', 'আকুল দৈত্যর নতুন জীবন' ও 'সেরা ভূতের সেরা গল্প'।

অনিতা অগ্নিহোত্রী আকিম চরিত্রের স্রষ্ঠা। তাঁর কল্পিত আকিম চরিত্রটি নিজ পুত্র অনুষ্টুভের আদলে সৃষ্ট। এই আকিম বনে জঙ্গলে থাকে। সেখান থেকে পথে বার হলে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়। শহুরে কিশোরদের কাছে এইভাবে আকিম চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিশোর সিরিজের এই গল্পগুলি হল— 'আকিম ও পরিকন্যে', 'আকিম ও দ্বীপের মানুষ' ও 'আকিম নিরুদ্দেশ'।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর বেশ কিছু শিশু-কিশোর শ্রেণির গল্প মনস্তত্ত্ব প্রধান। সেখানে একটি শিশুর মানসিক আবর্তন বিবর্তন যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে শিশুর মধ্যে দেখা আগামীর স্বপ্ন ও সংগ্রাম। একজন শিশুর ক্রিয়েটিভ চিন্তা বা কিছু হতে চাওয়ার মধ্যেই রয়েছে— 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'র মহৎ বাণী। এই শ্রেণির গল্পগুলি হল— 'আকিমের বড়ো হওয়া' ও 'আকিম ও দ্বীপের মানুষ'।

সুতরাং বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনিতা অগ্নিহোত্রী শিশু কিশোরদের যেভাবে দেখতে চেয়েছেন কিমবা বর্তমান প্রজন্মকে যে পাঠ দিতে চেয়েছেন তারই স্বরূপ সন্ধানের লেখ্য রূপ তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্য।

Reference:

১. সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, চতুর্বিংশতিতম মুদ্রণ জুলাই ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৮৩২
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছেলেভুলানো ছড়া ১ লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯০৭, পৃ. ১৪৮
৩. ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, খুকুমণির ছড়া(ভূমিকা) যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত, কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, পৃ. ১১
৪. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, 'অনিতা বিচিত্রিতা', মিত্র ও ঘোষ , কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৬, পৃ. ৩
৫. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, 'ছোটোদের গল্পসমগ্র', লালমাটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১২, পৃ. ১৫
৬. তদেব, পৃ. ১৬
৭. তদেব, পৃ. ৪৮
৮. তদেব, পৃ. ৬০
৯. তদেব, পৃ. ৬৯
১০. তদেব, পৃ. ৮৭
১১. তদেব, পৃ. ১১৯